দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... SEP. 1 4 1999
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪ ...

বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারীদের কল্যাণ ট্রাস্টের কার্যক্রম সত্বর শুরু করার আবেদন

বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদিগকে চাকুরী-উত্তর আর্থিক সুবিধাদানের নিমিত্তে সরকার ১৯৯৭ সালে উচ্চ পর্যায়ের একটি ট্রাস্ট গঠন করিয়া ঘোষণা করেন যে, মৃত ও অবসর গ্রহণকারী শিক্ষক-কর্মচারিগণকে উক্ত ট্রাস্টের ফান্ড হইতে ১৯৯০ সাল হইতে চাকুরী-উত্তর আর্থিক সুবিধা প্রদান করা হইবে। তাহার পর হইতে পত্রিকান্তরে মাঝেমধ্যে ট্রাস্ট কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠানের খবর পাওয়া যায়। প্রত্যেক বৈঠকে ট্রাস্টের কার্যক্রম শুরু হইবে বলিয়া ঘোষণা দেওয়া হয়। 'অচিরেই', 'অতি শীঘ্রই', 'অনতিবিলম্বে'- এই জাতীয় শব্দ বার বার ব্যবহার করা হইলেও এ পর্যন্ত উক্ত কার্যক্রম আরম্ভের সুনির্দিষ্ট কোন তারিখ ঘোষণা করা হয় নাই। সর্বশেষ গত ২৮শে অক্টোবর '৯৮-তে পত্রিকান্তরে দেখিতে পাইলাম যে, শীঘ্রই কল্যাণ ট্রাস্টের কার্যক্রম চালু হইতেছে। আমরা ট্রাস্টের চূড়ান্ত অনুমোদনকৃত বিধিমালা পত্রিকায় প্রকাশ অথবা প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে প্রেরণের জন্য আবেদন জানাইয়াছিলাম। কারণ চাকুরী-উত্তর সুবিধা প্রদানের বিধিমালা ছাড়া উক্ত ফান্ডে টাকা জমা রাখা অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়িবার সামিল। তাহার উপর এ পর্যন্ত মৃত এবং অবসরগ্রহণকারী শিক্ষক-কর্মচারীদের কোন তথ্য সংগ্রহের উদ্যোগ নেওয়া হয় নাই। সর্বশেষ বৈঠকে বলা হয়, বন্যার কারণে ট্রাস্টের কার্যক্রম শুরু করিতে বিলম্ব হইতেছে; কিন্তু তাহার পর তো এক বৎসর পূর্ণ হইতে চলিয়াছে, অথচ ট্রাস্টের কার্যক্রম আরম্ভ হইবার কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। এদিকে চাকুরীরত দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত শিক্ষক-কর্মচারিগণকে আর্থিক সাহায্য করা হইবে বলিয়া ট্রাস্ট কমিটির পক্ষ হইতে ঘোষণা দেওয়া সত্ত্বেও সে ব্যাপারে কোন উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায় নাই। এমতাবস্থায়, কল্যাণ ট্রাস্ট কমিটির নিকট আমাদের আকুল আবেদন এই যেঃ

১। মৃত ও অবসরগ্রহণকারী শিক্ষক-কর্মচারীদের যথাযথ তথ্য সংগ্রহকরত অনতিবিলম্বে চাকুরী-উত্তর আর্থিক সুবিধা প্রদান করা হউক।

২। চাকুরীরত দুরারোগ্য শিক্ষক-কর্মচারীদের আর্থিক সাহায্য গ্রহণের নিমিত্তে আবেদন করিবার অনুমতি দেওয়া হউক।

৩। চূড়ান্ত অনুমোদনপ্রাপ্ত নীতিমালা-সমূহ প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে প্রেরণের ব্যবস্থা নেওয়া হউক।

নূর মোহাম্মদ পাটওয়ারী,
সিনিয়র শিক্ষক,
জগৎপুর উচ্চ বিদ্যালয়,
ডাকঃ নূতন মুন্সীর হাট,
উপজেলা ঃ ফুলগাজী, জেলাঃ ফেনী।